ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, লিউকেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২৬ (সংশোধিত)

Implementation Guidelines for the Financial Assistance Program for Individuals Suffering from Cancer, Kidney Disease, Liver Cirrhosis, Paralysis, Heart Disease, Leukemia and Thalassemia.

(Revised-2026)

CamScanner

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, লিউকেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২৬ (সংশোধিত)

১। ভূমিকা

সরকার নাগরিকদের সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যাধি বা পঙ্গুত্ব অথবা অভাবগ্রস্ততায় পতিত নাগরিকগণ সরকারি সহায়তা লাভের অধিকারী হবেন মর্মে উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) ও ১৫(ঘ) এ উল্লেখ রয়েছে: "(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার"।

ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, লিউকেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি দুরারোগ্য, দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয় বহুল রোগের কারণে রোগী ও তার পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। এ অভিঘাতে (shock) আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের স্বাভাবিক সহনশীলতা বিঘ্নিত হয়। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় টিকিয়ে রাখার নিমিত্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে "ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি" প্রবর্তন করে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়, যার সাথে ২টি রোগ (স্ট্রোকে প্যারালাইসিস ও জন্মগত হৃদরোগ) যুক্ত করে বাস্তবায়ন নীতিমালাটি ২০১৪ সালে সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে বিদ্যমান রোগসমূহের সাথে আরও ১টি রোগ (থ্যালাসেমিয়া) যুক্ত করে "ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইসিস, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, ২০১৯ (সংশোধিত)" প্রণয়ন করা হয়।

সময়ের প্রয়োজনে বর্ণিত কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ, সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি, আবেদন গ্রহণ ও সুবিধাভোগী নির্বাচনে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে বিদ্যমান "ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইসিস, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৯ (সংশোধিত)" যুগোপযোগীকরণের নিমিত্ত সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক **"ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, লিউকেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২৬ (সংশোধিত)"** প্রণয়ন করা হলো।

CamScanner

২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) দুরারোগ্য ও দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধি;

২) আক্রান্ত রোগীর পরিবারের ব্যয়ভার বহনপূর্বক আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভঙ্গুরতা রোধে সহায়তা প্রদান;

৩) রোগী ও তার পরিবারের অভিঘাত (shock) সহনশীলতা (resilience) বৃদ্ধি করা।

৩। শিরোনাম ও প্রবর্তন: এ নীতিমালা 'ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, লিউকেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২৬ (সংশোধিত)' নামে অভিহিত হবে, যা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর কার্যকর হবে।

৪। সংজ্ঞা: বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ নিম্নরূপ হবে:

(ক) **'অভিভাবক' অর্থ** The Guardian and Wards Act, 1890 (Act No. VIII of 1890) এর section 4(2) এর অধীনে অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃত কোনো ব্যক্তি;

(খ) **'অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান'** অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা তালিকাভুক্ত হাসপাতাল, ক্লিনিক বা চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান;

(গ) **'আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক'** অর্থ The Guardian and Wards Act, 1890 (Act No. VIII of 1890) এর section 7 এর অধীনে, শিশুর কল্যাণার্থে, আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত কোনো অভিভাবক (guardian);

(ঘ) **'আওতাভুক্ত রোগ'** অর্থ নীতিমালার ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোনো গুরুতর রোগ;

(ঙ) **'আবেদনকারী'** অর্থ রোগীর পক্ষে রোগীর পরিবারের কোন সদস্য কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী;

(চ) **'ইএফটি (EFT)'** অর্থ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার;

(ছ) **'কমিটি'**অর্থ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৭ এ বর্ণিত কমিটিসমূহ;

(জ) **'কর্তৃপক্ষ'** অর্থ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ;

(ঝ) **'চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান'** অর্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো সরকারি বা বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান;

(ঞ) **'চিকিৎসা সহায়তা'** অর্থ দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত আর্থিক অনুদান;

(ট) **'নমিনি'** অর্থ আর্থিক সহায়তা গ্রহণের নিমিত্ত রোগী বা আবেদনকারী কর্তৃক মনোনীত ও আবেদনে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি;

(ঠ) **'পরিচালক'** অর্থ অধিদপ্তর ও বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় এবং চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক;

(ড) **'পরিবার'** অর্থ রোগীর স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা এবং নির্ভরশীল ভাই বা বোন;

(ঢ) **'পে-রোল'** অর্থ কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রেরিত সুবিধাভোগীর তথ্য;

(ণ) **'পরিশোধ পদ্ধতি'** অর্থ অনুচ্ছেদ (১৬) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ বর্ণিত অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি;

(ত) **'ব্যাংক হিসাব নম্বর'** অর্থ যেকোনো তফিশিলি ব্যাংকে রোগীর অথবা ১৮ বছরের কম বয়সী রোগীর ক্ষেত্রে পিতা/মাতা/অভিভাবক/আইনানুগ অভিভাবকের নামে খোলা কোনো ব্যাংক হিসাব নম্বর;

CamScanner

(থ) **'মহাপরিচালক'** অর্থ মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(দ) **'রোগী'** অর্থ নীতিমালায় বর্ণিত রোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি;

(ধ) **'সরকার'** অর্থ সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বা রুলস অব বিজেনেস অনুযায়ী তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ)

(ন) **'সফটওয়্যার'** অর্থ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা তার আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কোনো সফটওয়্যার;

(প) 'G2P' অর্থ Government to Person;

(ফ) 'MIS' অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরের Management Information System;

৫। সহায়তার আওতাভুক্ত রোগসমূহ

১) **ক্যান্সার:** ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ দ্বারা নির্ণীত সকল প্রকার ক্যান্সার, যার জন্য কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, সার্জারি বা অন্যান্য ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন।

২) **কিডনি রোগ:** ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (CKD), যার জন্য নিয়মিত ডায়ালাইসিস (হেমোডায়ালাইসিস বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস) অথবা কিডনি প্রতিস্থাপন প্রয়োজন বা কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

৩) **লিভার সিরোসিস:** হেপাটোলজিস্ট বা গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট কর্তৃক নির্ণীত লিভার সিরোসিস, যার জন্য ব্যয় বহুল চিকিৎসা বা লিভার প্রতিস্থাপন প্রয়োজন।

৪) **প্যারালাইসিস:** সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককর্তৃক নির্ণীত নিউরোডেভেলপমেন্টাল/নিউরোলজিক্যাল/স্ট্রোকজনিত কারণে সৃষ্ট প্যারালাইসিস, দুর্ঘটনাজনিত কারণে সৃষ্ট পঙ্গুত্ব, যার জন্য দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রয়োজন।

৫) **হৃদরোগ:** হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নির্ণীত জন্মগত হৃদরোগ ও অন্যান্য হৃদরোগ, যার জন্য ইন্টারভেনশনাল প্রসিডিউর বা সার্জারি প্রয়োজন। তবে, **জন্মগত হৃদরোগের** জন্য কার্ডিয়াক সার্জারী বা ডিভাইস ক্লোজার প্রয়োজন। **অন্যান্য হৃদরোগ,** যার জন্য বাইপাস (CABG)/Stent (রিং) পরানো/ পেস মেকার সংযোজন/ ভাল্ব রিপ্লেসমেন্ট/ভাল্ব রিপেয়ার/ অন্যান্য জটিল অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হবে।

৬) **থ্যালাসেমিয়া:** হেমাটোলজিস্ট কর্তৃক নির্ণীত থ্যালাসেমিয়া, যার জন্য নিয়মিত রক্ত সঞ্চালন এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল চিকিৎসা প্রয়োজন।

৭) **লিউকেমিয়া:** হেমাটোলজিস্ট কর্তৃক নির্ণীত লিউকেমিয়া, যার জন্য ব্যয়বহুল চিকিৎসা প্রয়োজন।

৬। সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ

'ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, থ্যালাসেমিয়া ও লিউকেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি" কর্তৃক নির্ধারিত হবে। সরকার কর্তৃক জারিকৃত এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বা পরিপত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

CamScanner

৭। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর নীতিমালার বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। তবে, নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ সরকারি বা বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৮। আবেদন পদ্ধতি:

এ তহবিল থেকে নীতিমালায় বর্ণিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৯। ব্যক্তি পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া

অনুচ্ছেদ (৫) এ বর্ণিত কোনো রোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি বা তার পক্ষে পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো অভিভাবক অথবা আইনানুগ অভিভাবক আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনের স্বাক্ষরিত প্রিন্টকপি এবং রোগীর সর্বশেষ ব্যবস্থাপত্রের ফটোকপি ও টেস্ট রিপোর্টসমূহরে সত্যায়িত কপি, সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় বা শহর সমাজসেবা কার্যালয় বা হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয় বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা সমাজসেবা অধিদপ্তর অথবা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে জমা প্রদান করতে হবে। তবে, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর সরাসরি আবেদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংযুক্ত করতে হবে।

১০। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রমাণক

ক) রোগীর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা অভিভাবক বা আইনানুগ অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;

খ) অপ্রাপ্তবয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদের ফটোকপি;

গ) রোগীর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা অভিভাবক বা আইনানুগ অভিভাবকের এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

ঘ) আবশ্যিকভাবে নমিনির প্রয়োজনীয় তথ্য;

ঙ) আবশ্যিকভাবে রোগী বা আবেদনকারী বা অভিভাবক বা আইনানুগ অভিভাবকের ব্যাংক হিসাবের তথ্য;

চ) ব্যাংক প্রদত্ত চেক বইয়ের কভার পাতার ফটোকপি;

ছ) চিকিৎসকের সর্বশেষ ব্যবস্থাপত্র (prescription) এর ফটোকপি;

জ) সংশ্লিষ্ট রোগ শনাক্তকরণ সংক্রান্ত টেস্ট রিপোর্ট এর সত্যায়িত কপি।

১১। রোগ শনাক্তকরণ সংক্রান্ত টেস্ট রিপোর্ট

আবেদনপত্রের সাথে হালনাগাদ প্রেসক্রিপশন এবং সংশ্লিষ্ট রোগ সনাক্তকরণ সংক্রান্ত টেস্ট রিপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে রোগ সনাক্তকরণ সংক্রান্ত ফিল্ম/প্লেট/ইমেজের ফটোকপি সংযুক্ত করা যেতে পারে।

ক) ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে টিস্যু ডায়াগনস্টিক রিপোর্ট/ Histopathology /Cytopathology/Bone Marrow Report/বায়োপসি রিপোর্ট বা অন্যান্য টেস্ট রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

CamScanner

খ) কিডনি রোগের ক্ষেত্রে রক্তের ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা নির্ণয় সংক্রান্ত রিপোর্টসহ ডায়ালাইসিস বা প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। নিয়মিত ডায়ালাইসিস গ্রহণের প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল/সেবা কেন্দ্রের চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে।

গ) লিভার সিরোসিস রোগের ক্ষেত্রে লিভারের আল্ট্রাসনোগ্রাম ও ফাইব্রোস্ক্যান রিপোর্টসহ অন্যান্য টেস্ট রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

ঘ) প্যারালাইসিস আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে MRI/CT Scan Report/ রোগীর প্রমাণযোগ্য ছবি প্রদান করতে হবে।

ঙ) হৃদরোগের ক্ষেত্রে Angiogram/Echo Cardiogram রিপোর্টসহ অন্যান্য টেস্ট রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

চ) থ্যালাসেমিয়া/লিউকেমিয়া রোগের ক্ষেত্রে রক্তের হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস (Hemoglobin Electrophoresis) বা অন্যান্য প্রযোজ্য পরীক্ষার রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

১২। চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের আবেদন ও নির্বাচন মানদন্ড

এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫ এ বর্ণিত রোগ বা রোগসমূহের চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত কোনো চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ পেতে আগ্রহী হলে, নিজস্ব প্যাডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে হবে।

তবে, চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাবে। তবে, সরকার বিশেষ বিবেচনায় হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নেই, স্বনামধন্য এমন চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানকে সীমিত পরিসরে কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করতে পারবে। সেক্ষেত্রে আবেদন পদ্ধতি ও বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

ক) চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে হবে;

খ) বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্রের সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিবন্ধনপত্র, সংশ্লিষ্ট রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসাসেবা প্রদান সংক্রান্ত (ইনডোর ও আউটডোর) তথ্য সংযুক্ত করতে হবে;

গ) আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত দুরারোগ্য রোগ শনাক্তকরণ (diagnosis) ও চিকিৎসাসেবা প্রদানে সক্ষমতা রয়েছে, এমন বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করতে হবে;

ঘ) কোনো চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও অডিট আপত্তি থাকলে, ঐ প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

১৩। যাচাই-বাছাই

১) রোগী নির্বাচনের মানদন্ড:

ক) প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে;

খ) দরিদ্র ও অসচ্ছল রোগী অগ্রাধিকার পাবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক আয়/ব্যয় বিবেচনা করতে হবে;

CamScanner

গ) যে সকল রোগীর দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন এবং জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;

ঘ) প্রতিবন্ধী, শিশু, নারী এবং প্রবীণ রোগী প্রাধান্য পাবেন।

২) কোনো আবেদনকারী ভুল তথ্য প্রদান করলে বা জাল দলিলাদি দাখিল করলে বা সরকার প্রদত্ত এ সংক্রান্ত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করলে অথবা তালিকাভুক্তির পর আর্থিক সহায়তা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কমিটি আর্থিক সহায়তার আবেদন বাতিল, ক্ষেত্রমত, তালিকা সংশোধন করতে পারবে।

৩) কোনো আবেদনকারী একই অর্থবছরে ১ (এক) বার এবং জীবদ্দশায় ৩ (তিন) বারের বেশী আর্থিক সহায়তা পাবেন না।

১৪। নমিনির আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া

কোনো আবেদন আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য চূড়ান্ত অনুমোদনের পর অথবা চেক ইস্যুর পর রোগী মৃত্যুবরণ করলে রোগী কর্তৃক নির্ধারিত নমিনির নামে চেক ইস্যু করতে হবে। এক্ষেত্রে, নমিনিকে নিজ জাতীয় পরিচয়পত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর, এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং রোগীর মৃত্যুসনদসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন অথবা চেক ইস্যুর পর রোগী ও নমিনি উভয়ের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটি রোগীর পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের নামে চেক ইস্যু করার সুপারিশ করতে পারবে।

১৫। তহবিলের উৎস

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ।

১৬। বরাদ্দ বিভাজন, আয়ন-ব্যয়ন ও পরিশোধ প্রক্রিয়া

১) বরাদ্দ বিভাজন

ক) সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫% সমাজসেবা অধিদপ্তর সংরক্ষণ করবে। সংরক্ষিত বরাদ্দ থেকে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালক সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করবে এবং "সমন্বয় ও যাচাই-বাছাই কমিটি (মন্ত্রণালয় পর্যায়ে)" এর সুপারিশের ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের অনুকূলে চেক/ইএফটি প্রদান করবে।

খ) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে প্রাপ্ত বাজেটের ৭৫% জনসংখ্যার অনুপাতে উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহে বরাদ্দ ও মঞ্জুরি প্রদান করবে;

গ) কোনো ইউনিটের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ উক্ত ইউনিটের প্রাপ্ত আবেদনের তুলনায় বেশী হলে, অতিরিক্ত বরাদ্দ অন্যান্য ইউনিটসমূহের চাহিদার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনঃবন্টন করতে পারবে।

২) আয়ন-ব্যয়ন

মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ক) সোনালী ব্যাংক পিএলসি, আগারগাঁও, ঢাকা শাখায় "ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, লিউকেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম" শিরোনামে একটি কেন্দ্রীয় চলতি হিসাব খুলতে হবে, যা মহাপরিচালকের স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

CamScanner

খ) ইউনিট পর্যায়ে সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর যেকোনো শাখায় "ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, লিউকেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম" শিরোনামে একটি চলতি হিসাব খুলতে হবে।

গ) সদর উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের হিসাব জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের হিসাব সভাপতি, রোগীকল্যাণ সমিতি ও সাধারণ সম্পাদক (হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসার), রোগীকল্যাণ সমিতি এবং উপজেলা পর্যায়ের হিসাব উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

ঘ) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নেই এমন চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিচালক/সমমান (সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল) এবং উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সংশ্লিষ্ট জেলা) কর্তৃক মনোনীত একজন সমাজসেবা অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে।

ঙ) সমন্বয় ও যাচাই-বাছাই কমিটি (মন্ত্রণালয় পর্যায়ে) কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের পে-রোল মহাপরিচালক মনোনীত একজন কর্মকর্তা প্রেরণ করবেন।

৩) পরিশোধ পদ্ধতি:

১) চিকিৎসা সহায়তার অর্থ নিম্নবর্ণিতভাবে পরিশোধ করা হবে:

ক) উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও শহর সমাজসেবা কার্যালয় চিকিৎসা সহায়তার অর্থ উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাবে EFT-এর মাধ্যমে প্রদান করবে।

খ) চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা সহায়তার অর্থ উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাবে EFT-এর মাধ্যমে প্রদান করবে। তবে, ক্ষেত্র বিশেষ চিকিৎসা সহায়তার অর্থ উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাবে পরিশোধযোগ্য (Account Payee) চেকের মাধ্যমে প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে, রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে চেকে স্বাক্ষর করবেন;

গ) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নেই এমন চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা সহায়তার অর্থ উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাবে EFT-এর মাধ্যমে প্রদান করবে। তবে, ক্ষেত্র বিশেষ উপকারভোগীর অর্থ ব্যাংক হিসাবে পরিশোধযোগ্য (Account Payee) চেকের মাধ্যমে প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে, পরিচালক/সমমান (সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল) এবং অনুচ্ছেদ ১৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (ঘ) এর ক্রমিক ৪-এ বর্ণিত কর্মকর্তা যৌথভাবে চেকে স্বাক্ষর করবেন;

ঘ) সমন্বয় ও যাচাই-বাছাই কমিটি (মন্ত্রণালয় পর্যায়ে) কর্তৃক অনুমোদিত উপকারভোগীর চিকিৎসা সহায়তার অর্থ উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাবে EFT-এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। তবে, ক্ষেত্র বিশেষ চিকিৎসা সহায়তার অর্থ উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাবে পরিশোধযোগ্য (Account Payee) চেকের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে, মন্ত্রণালয় পর্যায়ে হিসাব না থাকায় মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরের হিসাবের অধীনে চেক স্বাক্ষর করবেন।

CamScanner

২) তবে, সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রস্তুতি সম্পন্নপূর্বক চিকিৎসা সহায়তার অর্থ নিম্নবর্ণিত ধাপ অনুসরণপূর্বক G2P পদ্ধতিতে পরিশোধ করতে পারবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার MIS-এর মাধ্যমে পে-রোল প্রস্তুতপূর্বক অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(খ) সমাজসেবা অধিদপ্তর যাচাইপূর্বক পে-রোল অনুমোদন ও অর্থ বিভাগের আইবাস সিস্টেমে প্রেরণ;

(গ) অর্থ বিভাগ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর তথ্য যাচাইপূর্বক ই-বিল দাখিলের জন্য ডিডিও বরাবর প্রেরণ;

(ঘ) ডিডিও ই-বিল প্রস্তুতপূর্বক চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার (সিএএফও), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ;

(ঙ) সিএএফও কর্তৃক ই-বিল পাশ এবং EFT প্রেরণের নিমিত্ত এডভাইসসহ বাংলাদেশ ব্যাংক-এ প্রেরণ;

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেটেলমেন্ট একাউন্ট ব্যবহার করে সুবিধাভোগীর হিসাবে অর্থ প্রেরণ।

২) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম আছে, এমন চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অফিসার (সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল) এবং হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নেই, এমন চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সংশ্লিষ্ট জেলা) কর্তৃক মনোনীত একজন সমাজসেবা অফিসারের পে-রোল প্রদান করবেন।

৩) সমন্বয় ও যাচাই-বাছাই কমিটি (মন্ত্রণালয় পর্যায়ে) কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের পে-রোল মহাপরিচালক মনোনীত একজন কর্মকর্তা প্রেরণ করবেন।

৪) ভবিষ্যতে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পে-রোল প্রস্তুত করে আইবাস++ এর সাথে ইন্ট্রিগ্রেশনের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে সহায়তা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(৪) MIS-এ তথ্য সন্নিবেশন:

(ক) চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের তথ্য এমআইএস (MIS) এ সন্নিবেশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;

(খ) সুবিধাভোগীর তালিকার সফটকপি এবং হার্ডকপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭। কমিটিসমূহ

(ক) উপজেলা কমিটি

ক্রমিক নং	পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৩.	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১. নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সুবিধাভোগীর অনুমোদিত চূড়ান্ত ও অপেক্ষমান তালিকা প্রণয়ন;

২. বাতিলকৃত আবেদনের তালিকা প্রণয়ন ও বাতিলের কারণ আবেদনকারীকে অবহিতকরণ;

৩. অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;

৪. প্রতি মাসে অন্যূন ০১ (এক) টি সভা আহ্বান করতে হবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহ্বান করা যাবে;

CamScanner

(খ) জেলা কমিটি (সদর উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয় এর জন্য):

ক্রমিক নং	পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	সিভিল সার্জন/প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সদর উপজেলা	সদস্য
৪.	সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কার্যালয় (সকল)	সদস্য
৫.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১. নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সুবিধাভোগীর অনুমোদিত চূড়ান্ত ও অপেক্ষমান তালিকা প্রণয়ন;

২. বাতিলকৃত আবেদনের তালিকা প্রণয়ন ও বাতিলের কারণ আবেদনকারীকে অবহিতকরণ;

৩. উপজেলা কমিটি বা কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;

৪. প্রতি মাসে অন্যূন ০১ (এক) টি সভা আহ্বান করতে হবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহ্বান করা যাবে;

(গ) হাসপাতাল কমিটি (রোগীকল্যাণ সমিতি রয়েছে, এমন হাসপাতালের জন্য প্রযোজ্য):

ক্রমিক নং	পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১	সভাপতি, রোগীকল্যাণ সমিতি (সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল)	সভাপতি
২	বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ১ (এক) জন	সদস্য
৩	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
৪	সাধারণ সম্পাদক, রোগীকল্যাণ সমিতি (সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল)	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১. নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সুবিধাভোগীর অনুমোদিত চূড়ান্ত ও অপেক্ষমান তালিকা প্রণয়ন;

২. বাতিলকৃত আবেদনের তালিকা প্রণয়ন ও বাতিলের কারণ আবেদনকারীকে অবহিতকরণ;

৩. অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;

৪. প্রতি মাসে অন্যূন ০১ (এক) টি সভা আহ্বান করতে হবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহ্বান করা যাবে;

(ঘ) বেসরকারি হাসপাতাল কমিটি (রোগীকল্যাণ সমিতি নেই, এমন হাসপাতালের জন্য প্রযোজ্য):

ক্রমিক নং	পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১	পরিচালক/সমমান (সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল)	সভাপতি
২	বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ১(এক)জন	সদস্য
৩	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
৪	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা	সদস্য
৫	আর্থিক বিধিবিধানে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ১ (এক) জন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল)	সদস্য সচিব

CamScanner

কমিটির কর্মপরিধি:

১. নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সুবিধাভোগীর অনুমোদিত চূড়ান্ত ও অপেক্ষমান তালিকা প্রণয়ন;

২. বাতিলকৃত আবেদনের তালিকা প্রণয়ন ও বাতিলের কারণ আবেদনকারীকে অবহিতকরণ;

৩. অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;

৪. প্রতি মাসে অন্যূন ০১ (এক) টি সভা আহ্বান করতে হবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহ্বান করা যাবে;

(ঙ) সমন্বয় ও যাচাই বাছাই কমিটি (মন্ত্রণালয় পর্যায়):

ক্রমিক নং	পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১.	অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট অধিশাখা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
৪.	সিস্টেম এনালিস্ট, সমাজকল্যাণ মন্তণালয়	সদস্য
৫.	সচিবালয় ক্লিনিকের সিভিল সার্জন/সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	উপপরিচালক (চিকিৎসা সহায়তা), সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব/ উপসচিব (সানিশা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১. মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই বাছাইপূর্বক অনুমোদিত তালিকা কার্যবিবরণীসহ মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ;

২. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রেরণ;

৩. প্রতি মাসে কমপক্ষে ০১ (এক) বার সভায় মিলিত হয়ে প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তিকরণ;

(চ) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি:

ক্রমিক নং	পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (পরিচালকের নীচে নয়)	সদস্য
৫.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৬.	যুগ্মসচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৮.	পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য

CamScanner

৯.	স্বাস্থ্য অধিদফতরের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক	সদস্য
১০.	মহাপরিচালক, সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর	সদস্য
১১.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (সামাজিক নিরাপত্তা-১), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি :

১. "ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, লিউকেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা;

২. অব্যয়িত অর্থ চাহিদার প্রেক্ষিতে পুন:বন্টনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩. চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে বরাদ্দ প্রদান;

৪. কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান;

৫. পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান।

১৮। রেকর্ড ও উপাত্ত সংরক্ষণ

ক) অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট ইউনিট এবং চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের যাবতীয় তথ্য এবং আর্থিক লেনদেনের যাবতীয় তথ্য সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করতে হবে;

খ) অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট ইউনিট এবং চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অডিট টিমের নিকট তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনপূর্বক অডিট সম্পাদন করতে হবে।

১৯। প্রতিবেদন

ক) কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

খ) অধিদপ্তর মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বয় করে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং অর্থবছর শেষে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে হবে।

২০। সচেতনতা বৃদ্ধি

কার্যক্রমের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সেবা প্রত্যাশীদের অবহিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে গণমাধ্যম (সংবাদপত্র, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, রেডিও ও টেলিভিশন ইত্যাদি), সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য উপযুক্ত মাধ্যমে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২১। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

ক) অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি: যেকোনো নাগরিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা সমাজসেবা অধিদপ্তর অথবা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত অভিযোগ বক্সে বা অনলাইন পোর্টালে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

খ) অভিযোগ প্রতিকার কমিটি এবং এর কার্যপ্রণালী: মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ে গঠিত অভিযোগ প্রতিকার কমিটি প্রাপ্ত অভিযোগ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ) গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিতকরণ: অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে।

CamScanner

২২। পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

ক) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন: কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে-

১) সংশ্লিষ্ট পরিচালক এবং উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সংশ্লিষ্ট জেলা) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শনকালীন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ পর্যবেক্ষণ, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনের মতামত গ্রহণ এবং নিজস্ব মতামতসহ মূল্যায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

২) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শনকালীন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতিমালার যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ হচ্ছে কি না - তা পর্যবেক্ষণ, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনের মতামত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৩) সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখা মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনার মাধ্যমে কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন সমন্বয়পূর্বক মহাপরিচালক ত্রৈমাসিকভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

খ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা: সংশ্লিষ্ট পরিচালক ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট নিরীক্ষা দল গঠন করবেন। নিরীক্ষা দল আওতাধীন কার্যালয়সমূহে বছরে ২ (দুই) বার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যসম্পাদন করবে। পরিচালক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন যা মহাপরিচালক সমন্বয়পূর্বক ষাণ্মাসিকভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন ।

২৩। নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা

সরকার নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে। ইতোপূর্বে জারিকৃত "ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইসিস, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, ২০১৯ (সংশোধিত)" বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে উক্ত নীতিমালাধীনে গৃহীত ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

২৪। এ নীতিমালার বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা সংশয় দেখা দিলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মতামত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০/৮/২০২৬

ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ
সচিব

CamScanner

পরিশিষ্ট-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, লিউকেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া
আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম
সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

এখানে রোগীর পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি আঠা দিয়ে লাগাতে হবে

আবেদনফরম

আবেদনের তারিখ: ....

বরাবর

সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/ মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর/ সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়/শহর সমাজসেবা কার্যালয়/হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়/পরিচালক (চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)।

কার্যালয়ের নাম: ....।

উপজেলা ও জেলার নাম: ....।

বিষয়: **আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন।**

মহোদয়,

আমি/আমার.......................... ক্যান্সার/কিডনি রোগ/লিভার সিরোসিস/ প্যারালাইসিস/ হৃদরোগ/ লিউকেমিয়া/ থ্যালাসেমিয়া .... রোগে আক্রান্ত। এ রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, যা আমার পক্ষে নির্বাহ করা সম্ভব নয়।

এ অবস্থায়, আমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, লিউকেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সহায়তা পেতে ইচ্ছুক। নিম্নে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি প্রদান করা হলো:

১। রোগীর নাম (বাংলায়):

....

(জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ অনুসারে)

২। রোগীর নাম (ইংরেজি বড় অক্ষরে):

....

(জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ অনুসারে)

৩। রোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/ রোগীর জন্ম নিবন্ধন নম্বর (১৮ বছরের কম বয়সী রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

CamScanner

৪। প্রতিবন্ধিতা নিবন্ধন নম্বর (প্রতিবন্ধী রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

৫। রোগীর জন্ম তারিখ

দিন		মাস		বছর			

৬। রোগীর বয়স (আবেদনের তারিখে): ....

৭। লিঙ্গ (টিক চিহ্ন দিন): (ক) নারী (খ) পুরুষ (গ) হিজড়া

৮। মাতার নাম (বাংলা): ....

৯। পিতার নাম (বাংলা): ....

১০। রোগীর বৈবাহিক অবস্থা: (টিক চিহ্ন দিন): (ক) অবিবাহিত (খ) বিবাহিত (গ) বিধবা/বিপত্নীক (ঘ) স্বামী/স্ত্রী পৃথক (ঙ) তালাক প্রাপ্ত/বিবাহ বিচ্ছিন্ন।

১১। রোগীর বর্তমান ঠিকানা:

গ্রাম/এলাকার নাম ও বাড়ি নম্বর: ...., ডাকঘর: ...., উপজেলা/থানা: ...., জেলা: ....।

১২। রোগীর স্থায়ী ঠিকানা:

গ্রাম/এলাকার নাম ও বাড়ি নম্বর: ...., ডাকঘর: ...., উপজেলা/থানা: ...., জেলা:...................................।

১৩। রোগীর/অভিভাবকের পেশা: ....।

১৪। রোগী/ অভিভাবক/আইনানুগ অভিভাবকের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়: ....।

১৫। রোগী/ অভিভাবক/আইনানুগ অভিভাবকের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য (অবশ্যই ইংরেজীতে)

ব্যাংক হিসাব শিরোনাম	:	
একাউন্ট নম্বর	:	
রাউটিং নম্বর	:	
ব্যাংক ও ব্যাংক শাখার নাম	:	
মোবাইল নম্বর	:	

CS CamScanner

১৬। নমিনি সংক্রান্ত তথ্য:

নাম	:	
মাতার নাম	:	
পিতার নাম	:	
জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	:	
রোগীর সাথে সম্পর্ক	:	
মোবাইল নম্বর	:	

১৭। এ কার্যক্রমের আওতায় ইতঃপূর্বে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন কি না? উত্তর হ্যাঁ হলে- অর্থবছর লিখুন

....

আমি নিশ্চিত করছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য সঠিক।

....

রোগী/রোগীর পক্ষে আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(রোগীর বয়স আবেদনের তারিখে ১৮ বছরের কম হলে পিতা/মাতা/বৈধ অভিভাবক আবেদন করতে পারবেন)

আবদেনকারীর নাম...

রোগীর সাথে সম্পর্ক...

আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্র নং...

আবেদনকারীর মোবাইল নং...

CS CamScanner

১৮। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব/বেগম :...
পিতা/স্বামী:...মাতা:...........................
......
ঠিকানা:..

তিনি একজন (ক্যান্সার/কিডনি রোগ/লিভার সিরোসিস/প্যারালাইসিস/হৃদরোগ/লিউকেমিয়া/থ্যালাসেমিয়া) ....রোগে আক্রান্ত রোগী। তিনি চিকিৎসার জন্য সরকারি সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য।

(স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল)
ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নং :..........................
ফোন : ....
মোবাইল : ....

সংযুক্তি:

১. রোগীর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রোগীর পক্ষে আবেদনকারী বা অভিভাবক বা আইনানুগ অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;

২. জন্ম নিবন্ধন সনদ (১৮ বছরের কম বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে) এর ফটোকপি;

৩. রোগী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রোগীর পক্ষে আবেদনকারী বা অভিভাবক বা আইনানুগ অভিভাবকের এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

৪. ব্যাংক প্রদত্ত চেক বইয়ের কভার পাতার ফটোকপি;

৫. চিকিৎসকের সর্বশেষ ব্যবস্থাপত্র (prescription) এর ফটোকপি;

৬. রোগ শনাক্তকরণ সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত রিপোর্টের ফটোকপি (যেটি প্রযোজ্য) সংযুক্ত করতে হবে:

ক) ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে টিস্যু ডায়াগনস্টিক রিপোর্ট/ Histopathology /Cytopathology/Bone Marrow Report/বায়োপসি রিপোর্ট বা অন্যান্য টেস্ট রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

খ) কিডনি রোগের ক্ষেত্রে রক্তের ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা নির্ণয় সংক্রান্ত রিপোর্টসহ ডায়ালাইসিস বা প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। নিয়মিত ডায়ালাইসিস গ্রহণের প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল/সেবা কেন্দ্রের চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে।

গ) লিভার সিরোসিস রোগের ক্ষেত্রে লিভারের আল্ট্রাসনোগ্রাম ও ফাইব্রোস্ক্যান রিপোর্টসহ অন্যান্য টেস্ট রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

ঘ) প্যারালাইসিস আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে MRI/CT Scan Report/ রোগীর প্রমাণযোগ্য ছবি প্রদান করতে হবে।

ঙ) হৃদরোগের ক্ষেত্রে Angiogram/Echo Cardiogram রিপোর্টসহ অন্যান্য টেস্ট রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

চ) থ্যালাসেমিয়া/লিউকেমিয়া রোগের ক্ষেত্রে রক্তের হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস (Hemoglobin Electrophoresis) বা অন্যান্য প্রযোজ্য পরীক্ষার রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

CamScanner